222736 - নজি পতিার জন্য কোন নারীর অধকি দুঃখ করা কি ধর্যৈরে পরপিন্থী

প্রশ্ন

আমার বাবা ৩ মাস আগে মারা গছেনে। আমি তাকে খুব মসি করি। অনকে ওলটপালট পরস্থিতি মোকাবলিা করতে হচ্ছে। কখনও কখনও আমি প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত হই। যনে তনিি গতকাল মারা গছেনে। কখনও কখনও জীবনরে প্রতি কোন আগ্রহ অনুভব করি না। কখনও কখনও শান্ত থাকি; কোন কছিুই অনুভব করি না...। আমি যতটুকু ইসলামী জ্ঞান অর্জন করছে িতা চলনসই। আমি অনকে দ্বীনি বইপুস্তক পড়ছে।ি বভিন্নি দ্বীনি দারস ও আলোচনাতে হাযরি হই। আমি সবররে অর্থ ও সওয়াব জানি। আমার বাবার জন্য অনকে দোয়া করি। আমি অনকে সময় মনে মনে বলি, ঘুমরে আগে বলি: ইয়া রব্ব! আমি আপনার নর্িধারণরে প্রতি সন্তুষ্ট। আপনইি দাতা। আপনইি বঞ্চতিকারী। আপনার সদ্ধিান্তই চূড়ান্ত। আমি যা জানি, আর যা জানি না উভয় ক্ষত্রেে আমাকে ক্ষমা করে দনি। তদুপরি আমি নজিরে বষিয়টি নয়িে পরেশোনতিে আছ।ি আমার মনে উদ্রকে হয় যে আমি মুনাফকি। আমি যদি ধর্যৈশীলা হতাম তাহলে এই যন্ত্রণা ও তীব্র কাঠন্যি কভিাবে অনুভব করি। আমি যা অনুভব করছি সটো কি ধর্যৈরে স্বরূপরে পরপিন্থী। যদি আমি তাকদীররে প্রতি সন্তুষ্ট না হই তাহলে কভিাবে আমি সন্তুষ্টতিে পৌঁছতে পারি..? আমি আল্লাহ্র السلام (আস্-সালাম; শান্তদিাতা) নামরে অর্থ পড়ছে।ি যে আয়াতগুলোতে এ নামটি এসছেে সে আয়াতগুলো তাদাব্বুর (চন্তিাভাবনা) করছে।ি আমি আমার বাবার জন্য দোয়া করতে গয়িে বলি: ‘হে আল্লাহ্! আপনি আস্-সালাম (শান্তদিাতা)। শান্তি আপনার পক্ষ থকেইে। আপনি বরকতময়। আপনি সমুন্নত। হে মহান মর্যাদা ও পরপিূর্ণ অনুকম্পার অধকিারী! আপনি আমার পতিাকে তার কবরে শান্ততিে রাখুন। যদেনি তনিি জীবতি হয়ে পুনরুত্থতি হবনে সদেনিও তাকে শান্ততিে রাখুন’। আমার এ দোয়াটি কি সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এই দুনয়িার জীবনে এমন কউে নইে যে তার নজিরে ব্যাপার,ে তার পরবিাররে ব্যাপার,ে তার প্রয়িজনরে ব্যাপারে কংিবা তার সম্পদরে ব্যাপারে মুসবিত থকেে নরিাপদ।

মুমনিরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে এমন কোন মুসবিতে আক্রান্ত হলে ধর্যৈ ধারণ করা। আর যদি সন্তুষ্টরি স্তরে উন্নীত হতে পারে তাহলে সটেি আরও অধকিতর পরপিূর্ণ, উত্তম ও অধকি সওয়াবরে। ইতপিূর্বে ধর্যৈ ও সন্তুষ্টি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য 219462 নং প্রশ্নোত্তরে তুলে ধরা হয়ছে।ে

আপনি কোন কোন সময় যা অনুভব করেন এটি ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। যেহেতু এটি কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি; এটি শরিয়ত পরিপন্থী কথা বা কাজ হিসেবে প্রকাশ পায়নি; উদাহরণ বলিপ করা, কাপড়চোপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি।

মানুষ যখন তার একান্ত আপনজনকে হারায় তখন প্রচণ্ড দুঃখের এ অনুভূতি মানুষের এখতিয়ারের বাইরে এসে যায়; যেমনটি আপনার অবস্থা।

তবে একজন মুসলিমের করণীয় হচ্ছে এই দুঃখকে বাড়তে না দেয়া, এই দুঃখের সাথে অগ্রসর না হওয়া; যাতে করে এই দুঃখ তার জীবনের উপর ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর প্রভাব ফেলতে না পারে। আপনি বেশি সময় একাকী থাকবেন না। এসব দুঃখ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেন না। উপকারী কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। আপনি দুঃখ যাতনার মধ্যে বন্দি হয়ে পড়বেন না; যে দুঃখগুলোকে শয়তান চাঙ্গা করে তোলে। যাতে করে মুসলিম ব্যক্তি ভারাক্রান্ত ও বেদনাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকে। কারণ কোন মুসলিমের মনে দুঃখ ঢুকাতে পারলে শয়তান খুশি হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: *"(কাফেরদের) এই গোপন পরামর্শ তো* শয়তানের পক্ষ থেকে; মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব মুমিনরা যেন আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে।*"*[সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১০]

আপনি সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছতে পারবেন এভাবে যে, আপনি যদি সবসময় চিন্তা করেন যে, এটি আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন। এটি ঘটতই ঘটত। দুঃখ করলেও এই মুসিবত দূর হবে না। বরং আরও বাড়বে।

যদি সবসময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সেওয়াবের চিন্তা মাথায় রাখেন। *"যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি"।* আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে মহান আর কিছু নেই।

আপনি আপনার বাবার জন্য যে দোয়াটি করেন সেটি একটি ভালো দোয়া। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার দোয়া কবুল করেন এবং আপনাকে যে মুসিবতে আক্রান্ত করেছেন এর উত্তম বদলা দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।